ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1000-1007
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.316

ভারতীয় ও পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গিতে: বাস্তুকেন্দ্রিকতাবাদ

সৌরভ মহান্ত, *স্বাধীন গবেষক, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 05.03.2026; Accepted: 10.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Although environmental reflections have been discussed since antiquity, they took on a new dimension in the mid-20th century. Centered on the significance of nature and the environment, a vital branch of contemporary applied ethics emerged, known as 'Environmental Ethics.' This discipline refers to the branch of ethics that examines the reciprocal interaction between humans and nature. It analyzes moral principles based on human conduct toward the environment and the resulting consequences. The scope of environmental ethics is vast, encompassing humans, animals, vegetation, water, soil, air, and the entire Earth. Furthermore, its scope has now expanded beyond Earth into the solar system, bringing outer space within its ethical domain. A pivotal aspect of this field is Ecocentrism. Ecocentrism refers to that theory within environmental ethics which recognizes the moral value not just of humans or sentient beings, but of the entire inanimate world, species, and ecosystems.

Ecocentrism brings us to the realization that the entire natural world is an indivisible and all-encompassing system. Traditional Anthropocentric perspectives focus solely on the glorification of human existence. In contrast, Ecocentrism rejects the narrow outlook of anthropocentrism and advocates for a holistic perspective. Various doctrines have emerged in the West centered on the claim of the ecosystem's intrinsic value. The leading ethical philosophers associated with these claims include Aldo Leopold, Arne Naess, and others. Additionally, Holmes Rolston III holds a highly significant place in contemporary environmental thought. However, long before the Western perspective, the imprint of eccentric thinking was evident in India. Among the environmental concepts known from the Vedic era in India, the most notable is the environmental philosophy found in the 'Bhumi Sukta' of the Atharva Veda.

Keywords: Environmental Ethics, Earth, Ecocentrism, Anthropocentric, intrinsic value, Bhumi Sukta, Atharva Veda

বাস্তুকেন্দ্রিকতাবাদের আলোকে 'ভূমির' পর্যালোচনা:

সাবেকি নীতিবিদ্যায় নীতি-নৈতিকতার পরিধি কেবলমাত্র মানুষের মধ্যেই সীমিত ছিল। কিন্তু বিগত কয়েক শতাব্দীর ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখতে দেখতে পায়, নৈতিকতার পরিধি ব্যাপক থেকে ব্যাপকতার আকার ধারণ করেছে। ফলে আজকের দিনে ভূপৃষ্ঠের শক্ত আবরণ থেকে শুরু করে মহাকাশেও তার আওতায় অন্তর্গত। বাস্তুতন্ত্রের ক্ষুদ্র প্রাণী থেকে শুরু করে বৃক্ষ, লতা-গুল্ম তারাও আজ নৈতিকতার আওতায় অন্তর্ভুক্ত। এই সমস্ত

উপাদানগুলির মধ্যে অন্যতম একটি উপাদান হলো 'ভূমি'। 'ভূমির' অধিকারকে প্রাধান্য দেওয়া ও নীতি-নৈতিকতার আওতায় অন্তর্ভুক্ত করার কথা প্রথম শোনা যায় পাশ্চাত্যের পরিবেশতাত্ত্বিক আলডো লিওপোল্ড এর মুখ থেকে। লিওপোল্ড তাই তার মতবাদকে 'ভূমি-নীতিতত্ত্ব' নামে অভিহিত করেছিলেন।

পাশ্চাত্যের মানবকেন্দ্রীকতাবাদী চিন্তা ভাবনাকে পরিহার করে আলডো লিওপোল্ড সমগ্রতাবাদী ধ্যানধারণার কথা তুলে ধরেন। 'ভূমি' বলতে কেবলমাত্র পৃথিবী পৃষ্ঠের শক্ত আবরণকে বোঝাননি। তিনি নৈতিকতার পরিধিকে এমনভাবে বিস্তৃত করেছেন যেখানে মাটি, জল, গাছপালা, পশুপাখি এবং বায়ুমণ্ডল সবই তার আওতায় অন্তর্ভুক্ত। লিওপোল্ড ভূমি-নীতিতত্ত্বে কেবলমাত্র মানুষের স্বার্থের কথা ভাবেনা, সেখানে সামগ্রিকভাবে 'ভূমির' স্বার্থকে প্রাধান্য দেয়। এ প্রসঙ্গে লিওপোল্ড বলেন 'ভূমি' কোন ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয় যাকে যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করা যাবে। বিংশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে ভূমি নীতিতত্ত্ব সম্পর্কে যে সমস্ত বিধি-নিষেধের কথা পাওয়া যায় তাতে 'ভুমি' কে কেবল ব্যবহারের উপাদান হিসেবে ভাবা নীতি-নৈতিকতা বিরোধী বলে গণ্য হতো। এ প্রসঙ্গে লিওপোল্ড বলেন,

> "The land ethics simply in enlarges the boundaries of the community to include soils, waters, plants, and animals, or collectively: the land."[১]

লিওপোল্ড যে ভূমি- নীতিতত্ত্বের কথা বলেছেন সেখানে ভূমির উপাদান গুলির বেঁচে থাকার অধিকার কে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে এবং শুধুমাত্র প্রয়োজনের সামগ্রী হিসেবে ব্যবহৃত না হয়ে, তাদের স্বকীয় ভাবে বেঁচে থাকার অধিকার কে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।লিওপোল্ড তাই মানুষকে কেবলমাত্র ভূমির মালিক হিসেবে না দেখে ভূমির এক সাধারণ সদস্য রূপে দেখার কথা বলেছেন এবং ভূমির অন্তর্গত সকল সদস্যদের প্রতি শ্রদ্ধার মনোভাব জাগিয়ে তোলা ও ভূমির সকল সদস্যদের মধ্যে একটা আন্তঃসম্পর্ক গড়ে তোলার কথা বলেছেন। সাবেকি নীতিবিদ্যা যেখানে মানুষের স্বার্থের কথায় ভেবে এসেছে এবং মানুষকে কেন্দ্রে রেখেই যাবতীয় চিন্তা ভাবনার পরিবর্তন ঘটিয়েছে সেখানে, ভূমি নীতিতত্ত্ব আমাদের সমগ্র বাস্তুব্যবস্থাকে প্রাধান্য দিয়েছে। লিওপোল্ডের ভূমি-নীতিতত্ত্ব ঘোষণা করে এমন কোন নীতিতত্ত্বের কথা পাওয়া যায় না, যেখানে ভূমি এবং তার উপর অবস্থিত উপাদানগুলির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ককে সুদৃঢ় করার কথা বলে।

লিওপোল্ড ভূমি-নীতিতত্ত্বে মানুষকে প্রাণমন্ডলের অপরাপর সদস্যের মতোই সমমর্যাদা সম্পন্ন সদস্য হিসেবে বিচার করার কথা বলেন। আর ইতিহাসের বস্তুতান্ত্রিক ব্যাখ্যা অনেক ঐতিহাসিক ঘটনাকে তুলে ধরে, যেখানে ভূমিকে কেবলমাত্র মানুষেরা সচেতন সত্তা হিসেবে না দেখে, মানুষ ও ভূমির টানাপোড়নের বিষয় হিসেবে দেখেছেন। উদাহরণসহ আমেরিকার বিভিন্ন ঘটনাকে লিওপোল্ড মানুষের সঙ্গে জমির সম্পর্কের ফলাফল হিসেবে বিচার করেছেন।

আর ঐতিহাসিক ঘটনাকে আমরা তখনই বাস্তুতন্ত্রের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আলোচনা করতে পারব যদি তা ভূমির প্রকৃত ধারণা এবং জল, মাটি, উদ্ভিদ, মানুষ সমস্ত কিছুকে নিয়ে এক অখন্ড সমাজ ব্যবস্থার কথা তুলে ধরা যায়। যাকে বাস্তবিজ্ঞানের ভাষায় মিথোজীবিতা বলে অভিহিত করা হয়। লিওপোল্ড মন্তব্য করে বলেন,

> "In short, a land ethic changes the role of homo sapiens from conqueror of the land community to plain member and citizen of it. It implies respect for his fellow members and also respect for the community as such."[২]

সংরক্ষণ বলতে মানুষের সঙ্গে ভূমি এক সামঞ্জস্যপূর্ণ সহাবস্থানকে বোঝানো হয়। নানা প্রচার অভিযান চালানো সত্বেও সংরক্ষণের গতি আজও ধীর। তাই সংরক্ষণের বিষয়ে শুধুমাত্র মতবাদ প্রতিষ্ঠা করে ক্ষান্ত হলে চলবে না, বাস্তবে তাকে রূপদান করার কথাও ভাবতে হবে। তাই বর্তমানে সংরক্ষণ সংক্রান্ত আরো উন্নত চিন্তাভাবনা

ও শিক্ষার প্রয়োজন। লিওপোল্ড মনে করেন এ চিন্তা-চেতনার বিষয় কি হবে এবং তা নিয়েও ভাবনাচিন্তা প্রয়োজন। সাধারণভাবে সংরক্ষণ সংক্রান্ত চেতনা বলতে যে বিষয়গুলিকে নির্দেশ করা হয় তা হলো: আইন কানুন মেনে চলো, ঠিকভাবে নির্বাচনে ভোট দাও, কোন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হও এবং যে ধরনের সংরক্ষণ ভূমির ক্ষেত্রে মঙ্গলজনক, সেরকম কর্ম সম্পাদন কর। লিওপোল্ড মনে করেন এই সাধারণ চিন্তা ভাবনার দ্বারা কোনো গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য সাধন করা যাবে না। এছাড়াও এই চিন্তা চেতনার মধ্যে ভালো-মন্দের কোনো স্থান নেই, কর্তব্যবোধের কোন কথা বলা হয় না, মূল্যবোধ সংক্রান্ত চিন্তা ভাবনার ক্ষেত্রে কোন পরিবর্তন আনার কথা বলা হয় না। এখানে কেবলমাত্র সংকীর্ণ আত্মসাথের কথায় তুলে ধরা হয় এবং তার দ্বারা কখনোই আমরা বেশি দূর পৌঁছাতে পারবো না।

আর তাকে সম্পূর্ণ পরিহার করা না গেলে ভূমি-নীতিতত্ত্বে পৌঁছানো কখনো সম্ভব নয়। লিওপোল্ড মনে করেছেন ভূমি সংক্রান্ত শিক্ষার অভাব যদি মানুষের মধ্যে থেকে যায় তাহলে পরিবেশ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে তা বড় কোন কর্মসিদ্ধ করতে পারবে না। নানা বিষয়ে শিক্ষা প্রসারে গুরুত্ব পাওয়া সত্ত্বেও আমরা এখনো বুঝতে পারিনি বৃষ্টির জলকে কিভাবে কাজে লাগানো যায়, কৃষিকাজের বৈচিত্র ও সৌন্দর্যকে কিভাবে সংরক্ষণ করা যায়। তাই ভূমি সংক্রান্ত আমাদের সংকীর্ণ চিন্তাভাবনা যে কেবলমাত্র অর্থনৈতিক স্বার্থের উত্তরণ ঘটাতে সাহায্য করে, তা যে ঠিক নয় তা উপলব্ধি করতে হলে আমাদের বিবেককে জাগ্রত করতে হবে এবং বিবেকবোধ ছাড়া কখনো কর্তব্য সম্পন্ন করা যায় না। তাই সমাজবদ্ধ মানুষকে মানবকেন্দ্রীকতাবাদী গন্ডিকে কাটিয়ে উঠে ভূমিতে পৌঁছে দেওয়াই লিওপোল্ডের মূল উদ্দেশ্য ও কর্তব্য। লিওপোল্ড মনে করেন সংরক্ষণ সংক্রান্ত ধ্যান-ধারণা দর্শনে ও ধর্মে এখনো পর্যন্ত পরিপূর্ণরূপ লাভ করতে সমর্থ হয়নি। তাই সংরক্ষণ ব্যাপক ভাবে প্রসারিত হতে অসমর্থ হয়েছে। তাই তিনি উক্তি করে বলেন,

> "No important change in ethics was accomplished without an internal change in our intellectual emphasis loyalties, affections, and convictions. The proof that conservation has not yet touched these foundations of conduct lies in the fact that philosophy and religion have not yet heard of it. in our attempt to make conservation easy, we have made it trivial."[৩]

লিওপোল্ড মনে করেন ভূমি-নীতিতত্ত্বকে বুঝতে গেলে 'ভূমিকে' জৈব পদ্ধতির অঙ্গ হিসাবে দেখতে হবে। এছাড়া যাকে আমরা দেখি, ভালোবাসি, বিশ্বাস করি, অনুভব করি, এবং যার প্রতি আমাদের বিশ্বাস নিহিত আছে, এবং তার সাথে আমারা এক নৈতিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারি।

মানবকেন্দ্রিকতাবাদী সংকীর্ণ চিন্তাভাবনার গন্ডি পেরিয়ে আমাদের ভূমিকে নিছক ভূপৃষ্ঠের শক্ত আবরণ রূপে বা মৃত্তিকা রূপে বিবেচনা করলে চলবে না, তাকে জীবমণ্ডলের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে দেখতে হবে এবং তার প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে। লিওপোল্ড সংরক্ষণ সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে ভূমির এক সাধারণ চিত্র রচনা করেছেন। এবং সমগ্র বাস্তুতন্ত্রকে বোঝানোর জন্য লিওপোল্ড একটি ভূমি পিরামিড কল্পনা করেছেন। লিওপোল্ড এই পিরামিডকে ভূমির প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করেছেন এবং তা কিছু আকার ইঙ্গিত এর মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। এই পিরামিডের একেবারে নিচের অংশে আছে মৃত্তিকা এবং একটি গাছ মৃত্তিকার উপর নির্ভর করে থাকে, তাই বলা যায় গাছপালা স্তরটি পুরোপুরি মৃত্তিকা নির্ভর। আবার এই গাছপালার উপর নির্ভর করে কীট-পতঙ্গ নানা পশুপাখি অবস্থান করে, তাই কীটপতঙ্গের স্তরটিকে বৃক্ষ নির্ভর বলা যায়। কারণ পাখি এবং তীক্ষ্ণদন্ত বিশিষ্ট প্রাণীরা পোকামাকড়ের উপর নির্ভর করে বেঁচে থাকে। এইভাবেই পিরামিডের উপরের দিকের স্তরগুলিতে সর্ববৃহৎ তথা উন্নত প্রাণী প্রজাতি অবস্থান করে। আর সর্ববৃহৎ মাংসাসী স্তন্যপায়ী প্রাণীরা পিরামিডের সর্বোচ্চ

স্তরে অবস্থান করে এবং প্রতিটি স্তর খাদ্যের জন্য অন্যান্য কাজের জন্য নিচে স্তরের উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল। নিচ থেকে যতই উপরের দিকে যাওয়া যাবে ততই স্তর গুলির মধ্যে সংখ্যাগত প্রাচুর্য ক্রমশ হ্রাস পাবে। এছাড়াও এই পিরামিডের সর্বোচ্চ স্তর থেকে নিম্ন স্তরের দিকে এগোতে থাকলে সংখ্যাগত প্রাচুর্যও লক্ষ্য করা যায়। জীব বিজ্ঞানের পরিভাষায় খাদ্য ও অন্যান্য ব্যাপারে প্রতিটি স্তরের যে পরম্পরা বা তাকে খাদ্যশৃঙ্খল বলা হয়। মানুষ এবং অন্যান্য সমস্ত প্রজাতি এই খাদ্যশৃঙ্খলের বিভিন্ন স্তরে অবস্থান করে। এই শৃঙ্খলের যে পিরামিড তা এতই জটিল যে আমরা অনেক সময় তার মধ্যে বিশৃঙ্খলা লক্ষ্য করি। কিন্তু সামগ্রিকভাবে দেখলে বোঝা যায় এই শৃঙ্খলা এক উচ্চ মানের পরিপূর্ণ অবয়ব। এখানে কোন প্রাণ প্রজাতির টিকে থাকা বিভিন্ন অংশের সহযোগিতা এবং প্রতিযোগিতার উপর নির্ভর করে। কিন্তু যদি এই খাদ্যশৃঙ্খলের মধ্যে কোথাও কোন ছেদ ঘটে তাহলে অন্যান্য অংশগুলি এই ছেদকে সহজে পূরণ করার চেষ্টা করে। আর বিবর্তন প্রক্রিয়া যেহেতু নিজস্ব সৃষ্ট এক প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া এবং যা দীর্ঘ সময় ধরে অতিবাহিত হয়ে থাকে। তাই এই প্রক্রিয়ার দ্বারা যে পরিবর্তন ঘটে থাকে তা ধীর গতি সম্পন্ন। অপরদিকে মনুষ্য সৃষ্ট পরিবর্তন তা অতি দ্রুততার সঙ্গে ঘটে থাকে এবং তার পরিধিও ব্যাপক। বিবর্তনের ধারাকে পিছনে ফেলে মানুষ উন্নত প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্যে প্রকৃতিতে অতিরিক্তমাত্রায় পরিবর্তন ঘটিয়ে তুলেছে যা আমাদের কল্পনারও অতীত। তবে কৃষিবিজ্ঞানে যেসব নতুন আবিষ্কার ঘটেছে তা এই পরিবর্তনকে বিচিত্র দিকে নিয়ে গেছে।

ভূমি নীতিতত্ত্ব বাস্তুতান্ত্রিক বিবেকের কথা বলে যেখানে ভূমির স্বাস্থ্যরক্ষার প্রতি মানুষের এক ব্যক্তিগত দায়বদ্ধতা কথাও প্রতিফলিত হয় নিজেকে পুনরুদ্ধার করার যে শক্তি ভূমির মধ্যে আছে তাকে ভূমি স্বাস্থ্য বলা যায়। আর সংরক্ষণের লক্ষ্য হবে জমির স্বাস্থ্য কে ভালোভাবে বোঝা এবং তাকে রক্ষা করা ব্যাপারে উদ্যোগী হওয়া। তবে তা বাস্তব প্রয়োগ খুবই সমস্যা জনক। বিশেষ করে সংরক্ষণ বাদিরা এই বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ পোষণ করে সমস্যাকে আরো জটিল করে তুলেছে। কিছু দল সংরক্ষণ বাদি ভূমিকে কেবলমাত্র মৃত্তিকা হিসেবেই দেখে এবং একে পণ্য উৎপাদনের একজন যন্ত্র হিসেবে বিচার করে। অপরদিকে আরেক দল ভূমি নীতি-তাত্ত্বিক ভূমিকে এই অখণ্ড প্রাণমন্ডলের এর এক সত্তা হিসেবে বিচার করে এবং যার কার্যকারিতা বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে বিচার করে। তারা প্রাণ মন্ডল এর দায়িত্ব ও ভারসাম্য নিয়ে গভীরভাবে চিন্তিত।

লিওপোল্ড মনে করেন ভূমির প্রতি ভালোবাসা শ্রদ্ধা ও মূল্যবোধ জাগ্রত না হলে ভূমি সঙ্গে নৈতিক সম্পর্ক গড়ে তোলা সম্ভব নয়। তবে মূল্য বলতে তাকে বল অর্থনৈতিক মূল্যের কথা বুঝলে চলবে না তা দার্শনিক মূল্যের দিক থেকে বুঝতে হবে। বাস্তুবিজ্ঞানের দিক থেকে ভূমির মূল্যকে উপলব্ধি করতে হবে ভূমির বাস্তুতাত্ত্বিক গুরুত্বকে বোঝার জন্য বাস্তুতত্ত্বের জ্ঞান থাকা একান্ত প্রয়োজন। তাই লিওপোল্ড বলেন, এক অখন্ড বাস্তুতান্ত্রিক দিক থেকেই ভূমিকে বিচার করতে হবে। ভূমি নীতিতত্ত্বের দৃষ্টিভঙ্গিতে তাই বলা হয়

> "A thing is right when it tends to preserve the integrity,stability,and beauty of the biotic community. it is wrong when it tends otherwise."[৪]

পরিশেষে লিওপোল্ড যেসব আশা মানব সত্তার উপর রেখে গেছেন তা হল: কেবলমাত্র আর্থিক লেনদেনের দিক থেকে ভূমিকে ব্যবহার করার ভাবনা আমাদের বন্ধ করতে হবে এবং ভূমিকে নৈতিক, নান্দনিক এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে দেখতে হবে। ভূমিকে সামাজিক বিবর্তনের এক অঙ্গ হিসেবে দেখতে হবে। তাই ভূমিনীতি একই সঙ্গে বৌদ্ধিক ও আবেগ নির্ভর এক পদ্ধতি প্রকরণ।

অর্ণে নেস বলেন, গভীর বাস্তবাদ শুধুমাত্র একটি পরিবেশ নীতিতত্ব নয়, তা এক সম্পূর্ণ আন্দোলন, যাকে সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা করেছেন নেস এবং তার সহযোগিরা। তাই তিনি প্রথম প্রবন্ধ প্রকাশের প্রায় ১৩ বছর পর অর্থাৎ ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে 'The Deep Ecological Movement: Some Philosophical

Aspects' নামক একটি প্রবন্ধ রচনা করেন। এই প্রবন্ধে গভীর বাস্তবাদের নীতিগুলিকে একটি প্ল্যাটফর্ম আকারে রূপদান করেন যা 'ডিপ ইকোলজি প্লাটফর্ম' এর নীতিগুচ্ছ নামে পরিচিত। এখানে নেস মোট আটটি নীতি সূত্রের প্রস্তাব করেছে।[৫] সেগুলি হলো:

১. পৃথিবীতে মানুষ এবং মানুষ ছাড়া অন্য সকল প্রাণীর সুখ ও সমৃদ্ধি স্বত:মূল্যবান। আর মনুষ্যতর প্রাণীর যে মূল্য মানুষের কাছে বিদ্যমান, তা থেকে স্বতন্ত্র এই স্বত:মূল্যগুলি।

২. প্রাণের এই প্রাচুর্য ও বৈচিত্র তা স্বত:মূল্যের প্রকাশকে আরো ত্বরান্বিত করে এবং এই প্রাচুর্য ও বৈচিত্র নিজেরাও স্বত:মূল্যবান।

৩. মানুষের মৌলিক প্রয়োজন ছাড়া প্রাচুর্য ও বৈচিত্র কে হ্রাস করার কোন অধিকার মানুষের নেই।

৪. জীবনের গুণগত মানের সঙ্গে জনসংখ্যার এক গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান। তাই মনুষ্যতরপ্রাণীর স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য জনসংখ্যার বিষয়টিকে নজর দিতে হবে।

৫. বর্তমানে মনুষ্যত্বের জগতের উপর মানুষের মাত্রা ছাড়া হস্তক্ষেপ পরিস্থিতিকে আরো খারাপের দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

৬. প্রথাগত নিয়ম নীতির পরিবর্তন করতে হবে। এবং তা আমাদের অর্থনৈতিক, প্রযুক্তিগত ও আদর্শগত মৌলিক চিন্তা কাঠামোর পরিবর্তন সূচনা করবে। ফলে পরিস্থিতি বর্তমানে থেকে গভীরভাবে স্বতন্ত্র হবে।

৭. মতাদর্শ গত পরিবর্তন স্বাগতমূল্যবান জীবনের গুণগতমানকে বুঝতে সাহায্য করবে এবং প্রথাগত ভোগবাদী জীবনের ধ্যান-ধারণাকে পাল্টে দেবে।

৮. যারা উপরিউক্ত নীতিগুলিকে প্রাধান্য দেবেন এবং তাতে সহমত পোষণ করবেন তাদের উপর একটা নৈতিক দায় বর্তাবে যে তারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আবশ্যিক পরিবর্তন গুলি বাস্তবায়নের চেষ্টা করবে।

অথর্ববেদে ভূমিসূক্তে 'ভূমির' বৈচিত্রতা ও প্রাচুর্যতা:

আর্যদের প্রাচীনতম গ্রন্থ হল বেদ। এটি কোন ধর্মগ্রন্থ নয়, তা সকল বিদ্যার ভান্ডার স্বরূপ। আর বেদের অপর নাম ত্রয়ী। কারণ ঋকবেদ, সামবেদ ও যজুর্বেদ এই তিনটি বেদকে একত্রে ত্রয়ী বিদ্যা বলা হয়। কিন্তু অর্থববেদকে ত্রয়ীর অন্তর্ভুক্ত করা হয় না। তবে কেউ কেউ কঠোরভাবে কে ত্রয়ীর অন্তর্ভুক্ত না বলে ত্রয়ীবিদ্যার পরিধিষ্ট বলেও মনে করেন। অর্থববেদের প্রবর্তক রূপে আমরা ঋষি অথর্বা, অঙ্গীরা এবং ভৃগু এই তিনজন ঋষির নাম পাওয়া যায়। অথর্ববেদ মানুষের পার্থিব কামনা-বাসনা এবং চাওয়া-পাওয়াকে চরিতার্থ করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ভারতীয় বৈদিক শাস্ত্রে যে চারটি বেদের কথা পাওয়া যায় তার মধ্যে অথববেদ পরিবেশ সচেতনতা সম্পর্কে সর্বাধিক ভূমিকা পালন করে। তবে ঋগ্বেদ, সামবেদ এবং যজুর্বেদে ঋষিদের যে পরিবেশ ভাবনা নিহিত ছিল অথর্ববেদে তার আরো সুস্পষ্ট প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। অথর্ববেদের দ্বাদশ কান্ডের শৌণক সংহিতার প্রথম সুক্ত হলো ভূমিসূত্র। এটি পৃথিবী সুক্ত নামে পরিচিত। এখানে মোট ৬৩ টি মন্ত্র রয়েছে এবং বেশিরভাগ মন্ত্রই পরিবেশ সচেতনতা বিষয়ে আলোচিত। ভূমিসুক্তের দেবতা হলো ভূমি বা পৃথিবী। ঋষি অথর্বা ভূমিমাতার অতুল বৈভবে মুগ্ধ হয়ে ভূমির প্রতি বন্দনা এই সূত্রের প্রধান আলোচ্য বিষয়। তাই অথর্বা পৃথিবী বন্দনার পূর্বেই বলেন, "সত্যং বৃহদৃতমুগ্রং দীক্ষা তপো ব্রহ্ম যজ্ঞঃ পৃথিবীং ধআরয়ন্তই।"[৬] অর্থাৎ মহান সত্য, তেজশ্রী ঋত, দীক্ষা, তপস্যা, জ্ঞান ও যজ্ঞ এরা সকলে পৃথিবীকে ধারণ করে আছে। একটু গভীরভাবে ভাবলে বোঝা যায় এই মৌলিক নীতিগুলো আজও পৃথিবীকে তথা বিশ্বজগতকে চালনা করছে। অথর্ববেদে পৃথিবীসুক্তে পৃথিবীকে জননীরূপে গণ্য করা হয়। আমরা হলাম পৃথিবীর সন্তান। আর মাতা সন্তানের সম্পর্ক পৃথিবীতে সব থেকে গভীরতম সম্পর্ক। ঋষি অথর্বা মাতৃরূপা পৃথিবীর কাছে সন্তান হিসেবে আশ্রয় চাইতে গিয়ে বলেন-

> "হে পৃথিবী যা তোমার মধ্যভাগ, যা তোমার নিম্নভাগ, যা তোমার তৈজস দ্রব্য পূর্ণ রূপ, সেইসব শরীর দিয়ে তুমি আমাকে ধারণ কর, আমাকে পবিত্র কর, ভূমিই মাতা, আমি পৃথিবীর সন্তান, পিতা পর্জন্য, তিনি আমাদের পূর্ণ করুন।"[৭]

অথর্বা বলেন পৃথিবীর কোলেই আমার জন্ম,তার কোলেই আমাদের আশ্রয়। পৃথিবীর কত বিচিত্র রূপ। কোথাও উন্নত পাহাড় পর্বত, কোথাও সমতল, কোথাও গভীর সমুদ্র, কোথাও বা বিস্তৃত অরণ্য, পৃথিবী শস্যে, ফলে, ফুলে, ফসলে আমাদেরকে পুষ্ট দান করে। পৃথিবী সমস্ত ভাবেই আমাদেরকে লালন-পালন করে। তাই অথর্ববেদে ভূমি বলতে কেবলমাত্র ভূপৃষ্ঠের উপর অবস্থিত শক্ত আবরণকে বোঝায় না। ভূমি বলতে বাস্তুতন্ত্রে অবস্থিত সমস্ত উপাদান অর্থাৎ এক টুকরো নুড়ি, কাকর, বালিকণা থেকে শুরু করে বায়ুমন্ডলে অবস্থিত প্রত্যেকটা বিষয়বস্তু ভূমির আওতায় অন্তর্ভুক্ত।

গিরি অরণ্য ঘেরা চঞ্চলা অথচ ধূর্বা পৃথিবীর বিভিন্ন রূপ তুলে ধরেছেন। কবি অথর্বা এই পৃথিবীতে কোথাও উচ্চ পর্বতমালা, কোথাও আবার চিরো তুষারবৃত,কোথাও গভীর অরণ্য। তাই ঋষির কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে

> "হে পৃথিবী! তোমার পাহাড়সমূহ বরফাচ্ছাদিত পর্বতরাজি, অরণ্য আমার কাছে সুখকর হোক। পিঙ্গলবর্না, কৃষ্ণা, রক্তবর্ণা, বহুরূপা, ইন্দ্ররক্ষিতা, ধ্রুবরূপে প্রতিষ্ঠিতা এই পৃথিবীতে আমি যেন অপরাজিত, অনাহত, অক্ষতরূপে অধিষ্ঠিত হই।"[৮]

এই পৃথিবীতে সোনা, রুপ ইত্যাদি কত মূল্যবান সম্পদের সম্ভার। এইসব মূল্যবান সম্পদ জোগানোর জন্য ঋষিকবি পৃথিবীকে প্রণাম জানিয়েছেন-

> "শিলা ভূমিরশ্মা পাংসু সা ভূমিঃ সংধৃতা ধৃতা। তস্যৈ হিরণ্যবক্ষসে পৃথিব্যা অকরং নমঃ"।।[৯]

অর্থাৎ, এই পৃথিবী মৃত্তিকা, প্রস্তর ও ধূলিকণা দিয়ে গঠিত পৃথিবীর গভীরে এসবের রূপান্তর থেকে নানা খনিজ মূল্যবান ধাতু ও স্বর্ণের উদ্ভব হয়েছে এসব মূল্যবান সম্পদ যোগানোর জন্য আমরা পৃথিবীকে প্রণাম জানাই।

এছাড়াও জল হল পরিবেশের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। জল আমাদের জীবনে জীবন দায়ী অমৃত স্বরূপ- "জীবলা জীবধন্যাঃ প্রতিষ্ঠাঃ।"[১০] শরীরের সমস্ত দোষের বিনাশক হলো জল। তাই অথববেদের ঋষিরা উপলব্ধি করেছেন জলের মধ্যে অমৃত ও ভেষজ উভয় বিদ্যমান। তা জলের মহিমা, অথর্ববেদ এ গভীরভাবে লক্ষ্য করা যায়।

পরিবেশের আর এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো মেঘ ও বৃষ্টি। আর যা জলের প্রধান উৎস। বৃষ্টি গাছপালা লতা-গুল্ম প্রভৃতিকে সজাগ করে রাখেন, তাই মেঘের গুরুত্ব খুবই। মেঘের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে গিয়ে অথর্ববেদে বলা হয়েছে- "পর্জন্যঃ পিতা স উ নঃ পিপতু।"[১১]

অথর্ববেদে জলের পর ঋষি অথর্বা তেজ বা অগ্নির গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেছেন। কারণ পৃথিবীতে প্রাণের ধারাকে বজায় রাখতে তেজ বা অগ্নির ভূমিকা অপরিহার্য। ঋষি অথর্বা তেজ বা অগ্নির বন্দনা করেছেন। বায়ু ছাড়া আমাদের পক্ষে এক মুহূর্তে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। অথর্ববেদে আলোচনা করতে গিয়ে বলা হয়-

> "প্রাণমাহুর্মাতরিশ্বানং বাঁচো হ প্রান উচ্যতে।
> প্রাণে হ ভঊতং ভব্যং চ প্রাণে সবং প্রতিষ্ঠিতম।"[১৩]

অর্থাৎ বায়ু প্রাণস্বরূপ। বায়ুরূপ প্রাণে বর্তমান এবং ভবিষ্যৎকালের উৎস জগৎ উভয় অবস্থান করে। এছাড়াও গাছ কার্বন ডাইঅক্সাইড শোষণ করে এবং মানুষ অক্সিজেন উপনির্ভর করে বেঁচে থাকে, তা পুরোপুরি সম্ভব হয় বায়ুর জন্য।

পৃথিবীতে প্রাণপ্রবাহ ধরে রাখতে সূর্যের ভূমিকা অপরিসীম। কারণ সূর্য হল সকল শক্তির উৎস। আর এই সূর্যালোকের উপস্থিতিতেই বৃক্ষ খাদ্য প্রস্তুত করে। সূর্য সমস্ত কিছুর আশ্রয় স্বরূপ। এছাড়াও সূর্যের আলোকে জগতের সমস্ত অন্ধকার দূর হয়ে যায়। সূর্য জগতে প্রদীপ স্বরূপ- "রুচিরসি রোচোহসি।"[১২] অর্থাৎ 'হে সূর্য তুমি দীপ্তিমান, তুমি জগতের প্রদীপস্বরূপ'।

ভূমিসুক্তে কৃষিকাজের গুরুত্ব কেউ প্রাধান্য দেওয়া হয়। কারণ কৃষি ব্যবস্থার উপর বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য অনেকাংশে নির্ভর করে। এবং ভূমিসুক্তে বলা হয় চাষীরা লাঙল দিয়ে জমি কর্ষণ করবে এবং তাতে ধান, গম, যব ইত্যাদি ফসল উৎপাদন করবে। সেখানে আরো বলা হয়- হে কৃষকগণ, লাঙ্গলগুলিকে যুগের সাথে যুক্ত কর। যুগগুলি বলীবর্দের কাঁধে প্রসারিত কর। অঙ্কুর উৎপত্তির যোগ্য ব্রীহি, যব ইত্যাদি বীজ কর্ষিত ভূমিতে বপন কর। ধান,যব ইত্যাদি গাছ ফলভারযুক্ত হোক। তাই ঋষিকবি ভূমিমাতার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা প্রার্থনা করে বলেন- "মা যে মর্ম বিমৃগ্ধরি মা তে হৃদয়মপির্ষম।"[১৩]

অথর্ববেদে বৃক্ষ-লতা-গুল্মের গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ এই বৃক্ষ-লতা-গুল্ম গুলির বেশিরভাগ ঔষধি গুনসম্পন্ন। তাদের দ্বারা ঔষধ তৈরি করা হয়। এবং এই ঔষধ গ্রহণ করে শরীরের রোগ ব্যাধি থেকে মুক্ত হওয়া যায়। তাই বৃক্ষ-লতা-গুল্ম গুলির বেশিরভাগটাই যেহেতু ভেষজস্বরুপ তাই তার গুরুত্ব অপরিসীম। সেখানে অর্জুন গাছের কান্ড, যবের তুষ ও তিলের মঞ্জরী দ্বারা ক্ষেত্রিয় রোগ থেকে আরোগ্য কামনা করা হয়। বর্তমানে যেভাবে মানুষ যথেচ্ছ হারে বৃক্ষ ছেদন করছে এবং বৃক্ষরোপণ বিষয়ে মানুষের সচেতনতার বড় অভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তাই অর্থব বেদের ঋষিরা বৃক্ষরোপণের প্রয়োজন অনুভব করে বলেন- "যৎ তে ভূমে বিখনামি ক্ষিপ্রং তদপি রওহতউ।"[১৪] অর্থাৎ তোমার ভূমিতে যে গাছটি কাটা হল সেটি পুনরায় জাত হোক। এর থেকে বোঝা যায় কতখানি পরিবেশ সচেতনতা অথর্ব বেদে লক্ষ্য বিদ্যমান।

পরিশেষে বলা যায় অথর্ববেদে পরিবেশ সচেতনতা সংক্রান্ত যেসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হলো তা থেকে একথা স্পষ্ট, অথর্ববেদে গভীর পরিবেশ ভাবনার ছাপ লক্ষ্য করা যায়। এছাড়াও চার হাজার বছর পূর্বে অথর্ববেদে পরিবেশ সচেতনতা সংক্রান্ত চিন্তাভাবনার যে সাক্ষ্য লক্ষ্য করা যায়, তার দ্বারা একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় পাশ্চাত্যের বহু পূর্বেই সেখানে পরিবেশ সচেতনতার কথা বিদ্যমান ছিল। ভূমিসূক্তে পৃথিবীর সকল পদার্থ যেমন, উদ্ভিদজগত, প্রাণীজগৎ, এছাড়া বাস্তুতন্ত্রের সকল প্রজাতির একত্র সমাবেশ অথর্ববেদে জীববৈচিত্র সংরক্ষণের এক জ্বলন্ত প্রমাণ। বৃক্ষরোপণ, জল, আগুণ, বায়ু, প্রাণী ইত্যাদির বন্দনা যেভাবে অর্থববেদে করা হয় তাতে বোঝা যায় বাস্তুতন্ত্রের প্রত্যেকটি উপাদানই স্বতোঃমূল্যবান। আর বাস্তুতন্ত্রের নিজস্ব মূল্য বিদ্যমান একথা আধুনিক যুগের পাশ্চাত্য নীতিদার্শনিক অর্নে নেস তাঁর গভীর বাস্তবাদী ধ্যান-ধারণায় প্রথম যোষনা করেন।

তথ্যসূত্র:

১. লিওপোল্ড, অলডো। দ্য ল্যান্ড এথিক। প্রেনটিস হল, ১৯৯৩, পৃ. ৯৬।
২. তদেব, পৃ. ৯৭।
৩. তদেব, পৃ. ১০০।
৪. তদেব, পৃ. ১০৮।
৫. অথর্ব বেদ, ১২/১/১।
৬. তদেব, ১২/১/১২।
৭. তদেব, ১২/১/১১।

৮. তদেব, ১২/১/২৬।
৯. তদেব, ১২/১/৩/৫।
১০. তদেব, ১২/১/১/১২।
১১. তদেব, ১২/২/৫/৫।
১২. তদেব, ১৭/১/৩/১।
১৩. তদেব, ১২/১/৩৫।
১৪. তদেব, ১২/১/৩৫।

গ্রন্থপঞ্জি:

১. লিওপোল্ড, অলডো। দ্য ল্যান্ড এথিক। এনভায়রনমেন্টাল ফিলোসফি: ফ্রম অ্যানিম্যাল রাইটস্ টু রাডিকেল ইকোলজি (মাইকেল ই. সিমারম্যান প্রমুখ সম্পাদিত), প্রেনটিস্ হল: ইঙ্গেল ক্লিফস্, ১৯৯৩।
২. কালিকট, জে.বি। দ্য ল্যান্ড এথিক। এ কম্পোনিয়ান টু এনভায়রনমেন্টাল ফিলোসফি (ডেল জেমিসন সম্পাদিত), ব্লাকওয়েল: ২০০৩।
৩. নেস, অর্নে। ইকোলজি, কমিউনিটি অ্যান্ড লাইফস্টাইল। আউটলাইন অফ ম্যান অ্যান ইকোসফি (ডেভিড রোথেনবাগ), কেমব্রিজ য়ুনিভার্সিটি প্রেস: কেমব্রিজ, ২০০২।
৪. কালিকট, জে. বি। কম্পোনিয়ান টু এ স্যান্ড কাউন্টি অ্যালম্যানাক। ইন্টারপ্রিটেটিভ অ্যান্ড ক্রিটিক্যাল এসে, ইউনিভার্সিটি অফ উইসকনসিন প্রেস: 1987।
৫. নেস, অর্নে। দ্য শ্যালো অ্যান্ড দ্য ডিপ, লং-রেঞ্জ ইকোলজি মুভমেন্টস: এ সামারি। ইনকোয়ারি: ১৯৭৩।
৬. গুহ, রামচন্দ্র। এনভায়রনমেন্টালিজম। এ গ্লোবাল হিস্ট্রি, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস: নিউ দিল্লি, ২০০০
৭. গুহ, রামচন্দ্র। র‍্যাডিক্যাল আমেরিক্যান্ এনভায়রনমেন্টালিজম্ অ্যান্ড ওয়াইল্ডারনেস প্রিজার্ভেশন, ডায়ালগস্। অর্নে নেস অ্যান্ড দ্য প্রোগ্রেস অফ্ ইকোফিলোসফি, উইলি ব্লাকওয়েল: ১৯৮৯।
৮. পাল, কুমার সন্তোষ। ফলিত নীতিশাস্ত্র। লেভান্ত বুকস্: কলকাতা, ২০১২।
৯. চক্রবর্তী, নারায়ণ নির্মাল্য। পরিবেশ ও নীতিবিদ্যা। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ: কলকাতা, ২০১৯।
১০. গোস্বামী, বিজনবিহারী। অথর্ববেদ। হরফ প্রকাশনী, কলকাতা: ১৯৭৮।
১১. বিশ্ববন্ধু সম্পাদিত। অথর্ববেদ (সায়নভাষ্যসহ)। বিশ্ববন্ধু বৈদিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট: হোশিয়ারপুর, ১৯৬০।
১২. আচার্য্য, ধ্রুব। প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রে পরিবেশ ভাবনা। সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার: কলকাতা, ২০১৭।